দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

কক্সবাজার জেলার প্রাথমিক শিক্ষা দালাল চক্রের হাতে জিম্মি

বদলী বাণিজ্যের মাধ্যমে শিক্ষক হয়রানি অব্যাহত

জার অফিস ঃ বদলী বাণিজ্য ও দালাল চক্রের জিম্মি হয়ে পড়েছে কক্সবাজার জেলা প্রাথমিক অফিস। এই সুবাদে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে রয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ পদধারী এক ধু। সদরের আরেক শিক্ষা কর্মকর্তা, শহরের ড়া এলাকার এক দাপুটে শিক্ষিকা, চরিত্রহীন চ্যুত সাবেক কলেজ শিক্ষক ও চট্টগ্রামের কর এইট মার্ডার মামলার অন্যতম এক ী এবং অফিস বেয়ারার থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মান সহকারী জেলাব্যাপী শিক্ষক বদলী ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিগত জোট রর সময় থেকে এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের থেকে ভয়ভীতি ও হুমকি-ধমকি দিয়ে এই ট বিশাল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে াগ পাওয়া গেছে। জেলার সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুই সহস্রাধিক শিক্ষক- ও দুই লাখ ৮৮ হাজার ৩০২ জন ছাত্র-ছাত্রী হয়ে পড়েছে এই দালাল সিন্ডিকেটের হাতে। ক্রের কুপ্রভাবে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে জেলার ক শিক্ষা।

ানে আরো দেখা গেছে, জেলা শিক্ষা অফিস এই দালাল সিন্ডিকেটের অনৈতিক কার্যক্রমে হয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন লা শিক্ষক সমিতি একাধিকবার এ বিষয়ে াগ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে শিক্ষক সমিতির একাধিক নেতা ৈকদের নিকট ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ীদের ধ্বংসের শিছনে জড়িত দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট এতই শক্তিশালী যে, এদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় না। জেলা শিক্ষা রের আশির্বাদপুষ্ট হওয়ায় তারা জেলাব্যাপী বাণিজ্যের নেট বিস্তৃত ও শক্তিশালী করেছে।

ইচ্ছামত যাকে যখন খুশি তখন খোঁড়া ট সৃষ্টি করে বদলী, সাসপেনসহ বিভিন্ন হুমকি- নিয়ে লাখ লাখ টাকা আদায় করে থাকে। আর প্রাইমারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সেই ধমকি ও বদলী বাণিজ্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না। শহরের টেকপাড়ার একজন প্রধান র বাসায় সন্ধ্যার পরে প্রায় সময় এই বাণিজ্য সিন্ডিকেটের সভা হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। এই সভায় তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে কার বিরুদ্ধে কখন কিভাবে অভিযোগ উত্থাপন করে বাণিজ্য করা হবে। আর তাদের ইচ্ছের পক্ষেই জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোটা অংকের সুবিধা নিয়ে বদলী, সাসপেন ও পদায়নসহ নিরীহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এই দালাল সিন্ডিকেটের সার্বিক সমন্বয় করে থাকে চট্টগ্রামের এইট মার্ডার ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত আসামী বলে প্রকাশ গর্জনিয়ার আব্দুল হাকিম ওরফে হাকিমা।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শহরের গোলদিঘীর পাড়ের একজন বিতর্কিত প্রধান শিক্ষিকার বাসায় সন্ধ্যার পরে নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেখানে নিয়মিত হাজির থাকেন টেকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, হাকিমা, অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে চাকুরিচ্যুত মহেশখালী কলেজের সাবেক এক শিক্ষক ও কক্সবাজার সদরের একজন সহকারী শিক্ষা অফিসারসহ দালাল চক্রের অন্যান্য সদস্যরা। বদলী বাণিজ্য করে এই সিন্ডিকেটের প্রত্যেকেই কাড়ি কাড়ি টাকা অর্জন করেছেন। বেকার হাকিমা এই বদলী বাণিজ্যকে গনিমত হিসেবেই গ্রহণ করেছে। উল্লেখিত প্রধান শিক্ষিকা এই বদলী বাণিজ্যের টাকা দিয়ে নিজেকে অবস্থাসম্পন্ন করেছেন। নিজের চাকুরী সংহত করতে ডিপিও অফিস ছাড়িয়ে চট্টগ্রামের ডিডি অফিস পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছেন তিনি। চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য গত ইলিশ মৌসুমে তিনি পাঁচহাজার টাকার ইলিশ মাছ পাঠিয়েছেন। বদলী বাণিজ্য করে প্রাইমারী শিক্ষকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে বেকার হাকিমা এখন অনেক টাকার মালিক। এই টাকার জোরে সে কক্সবাজার ডিপিও অফিস এবং চট্টগ্রামের ডিডি অফিস জিম্মি করে রেখেছে বলে প্রকাশ রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কেন্দ্রিক বদলী বাণিজ্য সিন্ডিকেট দালাল চক্রের হাতে এ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়েছেন অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা। এই বাণিজ্য সিন্ডিকেট জেলা শিক্ষা অফিসের উপর প্রভাব বিস্তার করে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করার মত ঘটনা ঘটালেও তাদের অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরীহ শিক্ষক শিক্ষিকা মুখ খুলতে সাহস না পাওয়ায় সংবাদ মাধ্যমে এসব ঘটনার কিছুই প্রকাশ পায় না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এরা টাকার জোরে অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে কাউকে সুবিধা দিয়ে থাকে আবার শিক্ষক ৩০২ ধারায় খুনের আসামী হয়ে জেলে যায়। বিধি মোতাবেক তিনি সাসপেনশনে থাকার কথা। তাকে কোন ধরনের ছুটির মঞ্জুর করার অনুমোদন করার কথা নয়। জানা গেছে, ঐ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জেলা শিক্ষা অফিস মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে সরকারী আদেশ এবং নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাকে সীইন এন্ড এড কোর্সে প্রেরণ করেন। তিনি পুরো বেতন ও সমপরিমাণ উৎসব ভাতা গ্রহণ করছেন।

একইভাবে সম্প্রতি সেলিম রেজার মৌরিন নামের অপ্রকৃতিস্থ মেয়েকে পেটানোর মিথ্যা অভিযোগে ঘটানো হয় লঙ্কাকাণ্ড। ঐ মিথ্যা অভিযোগের উপর ভিত্তি করে সিন্ডিকেটের প্রভাবে ঐ বিদ্যালয়ের একজন সনামধন্য শিক্ষিকা দিলারা খানমকে নানাভাবে হয়রানী করতে থাকে। এ সূত্র ধরে দিলারা খানম এর বিরুদ্ধে জেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার খাইর আহমদ প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে যান। তার বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা অজুহাতে বিভিন্নভাবে একপেশে রিপোর্ট দিতে থাকেন। যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক বরাবরে অভিযোগ থেকে জানা যায়, বিভিন্ন অভিযোগ থেকে রেহায় দেয়ার অজুহাতে ঐ সিন্ডিকেট সদস্যরা দিলারা খানম এর কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবী করে। চাঁদা না দিলে দূরবর্তী কোন স্থানে বদলী করার হুমকি দেয়। ইতোমধ্যে দিলারা খান তার উপর এ নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ চেয়ে জেলা প্রশাসক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল সংস্থার কাছে সুবিচার চাওয়ায় ঐ সিন্ডিকেট এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আরও বেশী ক্ষেপে যায়। ঘটনার শুরু থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পক্ষপাতমূলক আচরণ ও অনৈতিক লিপ্সা হাসিলের চেষ্টা দেখে দিলারা সুপ্রীম কোর্টের এপিয়েন্ড ডিভিশনের মাধ্যমে লিগ্যাল ডিমান্ড নোটিশ প্রেরণ করেন। দিলারা খানম কর্তৃক পাঠানো ২৩/১/২০০৮ ইংরেজীতে জেলা প্রশাসক বরাবরে এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, টেকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সেলিম রেজার অপকৃতস্থ মেয়ে মৌরিণকে পেটানোর মিথ্যা অভিযোগে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একাধিকবার তদন্ত করেও তাদের সেই ছাত্রী পেটানোর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এভাবেই নানা ধরনের ভুয়া মিথ্যা ও মনগড়া অজুহাতে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে হয়রানী করে আসছে দালাল সিন্ডিকেট। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিরীহ শিক্ষক-শিক্ষিকা এই অপকর্মের তদন্তে ও দালাল সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

এ বিষয় জানতে চাইলে জেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা খাইর আহমদ জানান, দিলারা খানম-এর